খবরে প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 57 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 29 August, 2025 ● ১২ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

গ্রামীণ জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৮০টি আইএফসি চালু করেছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। লাখপতি দিদির ক্ষেত্রে ৯৫ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে ত্রিপুরা। পাশাপাশি রাজ্যে গ্রামীণ জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৮০টি আইএফসি (ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার) চালু করেছে সরকার। আজ আগরতলায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এধরণের জাতীয় কার্যক্রমের আয়োজন ত্রিপুরার জন্য খুবই গর্বের বিষয়। কৃষি ক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির জীবন রেখা। তিনি বলেন, জীবন জীবিকা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, বিশেষ করে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য দীনদয়াল অন্ত্যদয় যোজনা — জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনে ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার (আইএফসি) কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় আমরা ইতিমধ্যে ৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৮০টি ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং ক্লাস্টার (আইএফসি) চালু করে কার্যক্রম শুরু করেছি। এগুলি সম্পূর্ণতা অভিযান সম্মান সমারোহে ২ আগস্ট, ২০২৫ এ সূচনা করা হয়েছে।এই সংহত কৃষি ক্লাস্টারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসংহত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির জীবিকা ও তাদের আয় আরো বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, এখন রাজ্যে ৫৪,১১৩টি স্ব-সহায়ক গ্রুপ, ২,৪৭০টি গ্রাম সংস্থা এবং ১৭৩টি ক্লাস্টার-স্তরের ফেডারেশনে প্রায় ৪.৮৫ লক্ষ মহিলা সদস্য রয়েছেন। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, তাদের জীবিকা শক্তিশালী করার জন্য ২,৬২৮ প্রডিউসার গ্রুপ এবং ১১৮ নন-ফার্ম কালেক্টিভ উন্নত করা হয়েছে এবং আমরা ৭৮৭ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড ও কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সহায়তা সহ ১,৬৭৭ কোটি টাকা ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করেছি। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে চাই যে এই মিশনে পুরো গতিতে এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা। আমাদের ইতিমধ্যে ১,০৮,২৮১ জন মহিলা, যা প্রায় ৯৫, যারা লাখপতি দিদি হয়েছেন ত্রিপুরায়। ডাঃ সাহা আরও বলেছেন যে এই রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে মহিলাদের দৃঢ়তা, সরকারী সহায়তার কারণে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের মহিলারা এখন শূকর পালন, মৃৎশিল্প, পোলট্রি, ফিশারি, এন্টারপ্রেনারশিপ, মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজেস, গ্রুপ-ভিত্তিক উদ্যোগ, ক্যাটারিং সার্ভিসেস এবং অ্যাগ্রো ইকোলজিক্যাল প্র্যাকটিসে যুক্ত রয়েছেন। যা গ্রামীণ ত্রিপুরাকে উজ্জীবিত ও আত্মনির্ভর করে তুলছে। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব রাইজিং সামিট ২০২৫ এ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যথার্থ অর্থে বলেছেন যে উত্তর পূর্ব হচ্ছে অষ্টলক্ষী। পরিকাঠামো, যোগাযোগ এবং জীবিকা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে আমাদের সরকার। গত সাত বছরে, ত্রিপুরা বেশকিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রুরাল লিভলিহুডের ডিরেক্টর রাজেশ্বরী এস এম, টিআরএলএম এর সিইও তড়িৎ কান্তি চাকমা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আধিকারিক এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণ।

তিন লক্ষাধিক টাকার গাঁজা আটক করে শিরোনামে চুরাইবাড়ি

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। দীর্ঘদিনের বিরতির পর ফের বৃহস্পতিবার দুপুরে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের নাকা চেকিং এ ধরা পড়লো প্রায় তিন লক্ষ টাকার গাঁজা। ধৃত লরি চালক। জানা যায় প্রতিদিনের ন্যায় নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চলাকালীন সময়ে আগরতলা থেকে আসা জ্ঞ ০১ প্পঞ্জ-৬২৯৭ নম্বরের একটি কন্টেইনার মিনি লরি আটক করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। পরে গাড়িটিতে তল্লাশি চালালে এমাজন এর রিটার্ন সামগ্রীর আড়ালে লোকানো মোট দশটি প্যাকেটে ২৬ কেজি ২০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। ডিসিএম টি দেববর্মা ও ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিক এন কে রিয়াং এর উপস্থিতিতে পুলিশি পক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্ধার কৃত গাঁজা গুলি সিজ করা হয়। সাথে লরি চালক সফিউর রহমান (৩০)পিতা তালুকদার সর্দারকে আটক করা হয়। জানা যায় ধৃত চালকের বাড়ি আসামের গোয়ালপাড়া জেলার বলদমারী চর এলাকায়। গাড়িটি আগরতলা থেকে শিলচর যাওয়ার উদ্দেশ্য আসছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাছাড়া জব্দ কৃত গাঁজা গুলির কালোবাজার মূল্য আনুমানিক তিন লক্ষ টাকার মত হবে। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট এনডিপিএস দ্বারায় মামলা রজু করে তদন্ত অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা।

সিপিআইএম বন্দনায় ব্রতী বিপ্লব কুমার দেব

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। বিপ্লব কুমার দেব যেখানেই যান, যে মঞ্চেই দাঁড়ান, সেখানেই আলোচনার কেন্দ্রে সিপিআইএম। ত্রিপুরার রাজনীতির অঙ্গনে এক অদ্ভুত আলোচনার জন্ম দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা স্বাভাবিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অংশ। তবে বিপ্লববাবুর প্রতিটি বক্তব্যে, প্রতিটি মঞ্চে এবং প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে যে একটাই নাম উচ্চারিত হচ্ছে, তা হলো সিপিআইএম। সম্প্রতি বিশালগড়ে বিজেপি মণ্ডলের আয়োজিত গণেশ পূজায় উপস্থিত হন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সেখানে ধর্মীয় আবহে যেখানে পূজা-আর্চনা আর ভক্তির পরিবেশ থাকার কথা, সেখানে হঠাৎ করেই রাজনৈতিক রং ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, সাংসদ পূজার প্রসঙ্গকে পাশ কাটিয়ে সিপিআইএমকে একের পর এক আক্রমণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্থানীয়দের অনেকেই ব্যঙ্গ করে বলছেন, বিপ্লববাবু নাকি “সিপিআইএম ব্যাধি”-তে আক্রান্ত! যেখানেই যান, যে মঞ্চেই দাঁড়ান, সেখানেই আলোচনার কেন্দ্রে সিপিআইএম। তিনি সমর্থন করুন বা বিরোধিতা করুন শেষ পর্যন্ত আলোচনার মূল চরিত্রে সিপিআইএমকেই দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। এদিন বিপ্লব কুমার দেব তার ভাষনে বলেন, আমি আসলে যেখানেই যাই, সিপিআইএম ভয় পেয়ে যায়। তারা জানে বিজেপি শক্তিশালী, তাই সর্বদা আমাদের রুখতে চায়। আমি সিপিআইএমের ভয়ঙ্কর রাজনীতিকে সামনে আনতে চাই।” মঞ্চে মাইক হাতে নিয়েই বিপ্লব দেব দীর্ঘ সময় সিপিআইএমকে তুলোধোনা করতে ব্যস্ত থাকেন। শ্রোতাদের অনেকে অবাক হয়ে প্রশ্ন তোলেন গণেশ পুজোর মঞ্চে কি সত্যিই এত রাজনৈতিক আলোচনা প্রয়োজন ছিল? বিপ্লব দেবের উপস্থিতি ঘিরে ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস থাকলেও, শ্রোতাদের একাংশ এদিন স্পষ্টতই অস্বস্তি প্রকাশ করেন। তাদের মতে, সাংসদের রাজনৈতিক আক্রমণ হয়তো অন্য মঞ্চে প্রাসঙ্গিক হতে পারত, কিন্তু ধর্মীয় পূজার সময় তা অনেকটা বেমানান। বিপ্লব দেব আসলে প্রতিপক্ষকে ভুলিয়ে রাখতে চান না। তার প্রতিটি মন্তব্যে সিপিআইএম থাকছে কেন্দ্রবিন্দুতে, এবং এর ফলে মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিপিআইএম নিয়েই ভাবছে। অনেকের মতে, এটি উনার রাজনৈতিক কৌশল সিপিআইএমকে আক্রমণ করলেও কার্যত দলটিকে জনমানসে বাঁচিয়ে রাখছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী হন বিপ্লব দেব। শুরুতে জনগণের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড আশাবাদ। কিন্তু খুব দ্রুতই সেই আশার জায়গা দখল করে নেয় বিতর্ক আর সমালোচনা। প্রথম থেকেই বিপ্লব দেবের বক্তব্য বারবার হাস্যরস ও সমালোচনার জন্ম দেয়। তাঁর দাবি মহাভারতের যুগে ইন্টারনেট ছিল, কিংবা দুধ খেলে বাচ্চাদের বুদ্ধি বাড়ে জাতীয় সংবাদমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ও শিক্ষাখাতে উন্নতির বদলে নানা দুর্বলতা সামনে আসে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ সময়ে হাসপাতালের অপ্রস্তুতি এবং অক্সিজেন সংকট নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বিপ্লব দেব। শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালে হঠাৎ করেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়তে বাধ্য হন বিপ্লব দেব। রাজনৈতিক মহলের দাবি দলের ভিতরকার অসন্তোষ এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভই তাঁর পদত্যাগের মূল কারণ। তবে এদিনের উনার বক্তব্য যেভাবেই দেখা হোক না কেন, একথা স্পষ্ট বিপ্লব কুমার দেবের রাজনীতির কেন্দ্রে এখনো সিপিআইএম। তিনি শত্রুপক্ষকে দুর্বল করতে চাইছেন, না কি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের বাঁচিয়ে রাখছেন সেই বিতর্ক এখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে।

রাবার শ্রমিকদের নয় দফা দাবিতে ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের ডেপুটেশন

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের টৈচঙ্গঞ্জঞ্খ) এমডির কাছে নয় দফা দাবি তুলে ধরল ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের রাজ্য শাখা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বাপন দত্ত জানান, শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস বৃদ্ধি সহ একাধিক জীবনধর্মী দাবি নিয়ে সম্মিলিত স্মারকলিপি এমডি মহাশয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগবর্তমান বাজারদর আকাশছোঁয়া হওয়ায় শ্রমিকদের পক্ষে ন্যূনতম জীবনধারণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দ্রুত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৬৫০ টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়। এছাড়াও দাবি করা হয়েছে, বিরোধীদের প্রভাবে সম্প্রতি যে কিছু নতুন নিয়ম TFDPC-এর মধ্যে চালু করা হয়েছে তা শ্রমিক ও সরকারের উভয়ের স্বার্থেই বাতিল করতে হবে। নতুবা ২৫ দিনের মধ্যে স্কা-নখন্দ্র পরিবর্তন না হলে শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের নেতারা। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, গত ৩৫ বছর ধরে কেন টৈচঙ্গঞ্জঞ্খ-এর স্কা-নখন্দ্র পরিবর্তন আনা হয়নি। সংগঠনের মতে, এর ফলে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে। তাই সরকারকে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এদিন এই সব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ঘিরেই ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করে। এখন দেখার পালা, সরকারের তরফে শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য কতটা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সাব্রুম এর প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবী

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। পদ নেই, ক্ষমতা নেই। রয়েছে অঢেল সম্পত্তি। বিধায়ক থাকাকালীন এই সম্পত্তি জুটিয়েছেন তিনি , নাকি এর বাইরে রয়েছে অন্য কোন উপার্জনের মাধ্যম ? সব কিছু তদন্ত করে দেখা হোক। এমনই দাবী নিয়ে সাব্রুমের জন বর্জিত নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবী তুললেন বামেরা। সাব্রুমের জনবর্জিত প্রাক্তনের দামী গাড়ি ও অডেল সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআই ও ইডি তদন্তের দাবিতে সরব সিপিআইএম নেতা।

সাব্রুমের প্রাক্তন নেতার অস্বচ্ছ সম্পদের উৎস নিয়ে ফের রাজনৈতিক মহলে তোলপাড়। সাব্রুম বিভাগীয় সিপিআইএম নেতা চিও রঞ্জন বসাক সরাসরি সিবিআই ও ইডি তদন্তের দাবি তুলেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় সাব্রুমের সীমান্তবর্তী সমরেন্দ্র গঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত পথসভা থেকে চিও রঞ্জন বসাক সাব্রুমের জনবর্জিত প্রাক্তন নেতাকে আক্রমণ করেন। স্মার্ট মিটার বাতিল ও শ্রীনগর সীমান্তে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দাবি ঘিরে আয়োজিত এই সভায় তিনি বলেন“সামান্য জেরক্স ব্যবসায়ী থেকে হঠাৎ করে দামী-দামী গাড়ি, অডেল সম্পত্তির মালিক হলেন কীভাবে শঙ্কর রায় ? সাব্রুমের প্রাক্তন বাবুর আয়ের উৎস কী? সিবিআই ও ইডি কী করছে? তাঁকে আইনের আওতায় আনতে হবে।”চিও রঞ্জন বসাকের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে এদিনের পথসভায় বক্তব্য রাখেন জিএমপি নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরীও। সবমিলিয়ে সাব্রুমের প্রাক্তন নেতার অস্বচ্ছ সম্পদ নিয়ে ফের সরগরম রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন। এখন নজর সিবিআই ও ইডির ভূমিকায়।

সকাল থেকে জনশূন্য রাণীর বাজার বিদ্যুৎ অফিস

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। মাসে মাসে সময় মতো সরকারের দেওয়া বেতন গুনেও কাজের সময় ফাকি। কথা হচ্ছে ত্রিপুরার বহুল চর্চিত বিদ্যুৎ দপ্তর কে নিয়ে। জনসাধারণ কে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দিতে বাধ্য বিদ্যুৎ দপ্তর এবং এর কর্মীরা। কিন্তু বেলা ৯ টা বাজতে চললেও রাণীর বাজার বিদ্যুৎ অফিসে দেখা নেই কর্মীদের। নাইট ডিউটি করে কর্মীরা বাড়ি ফিরে গেছেন। কেউ বা টিফিন নিয়ে ব্যস্ত। কারো আবার আসার কোনো লক্ষণ নেই। এই হচ্ছে বিদ্যুৎ অফিসের দূরাবস্থার জলজ্যান্ত প্রমাণ। মানুষ আপদে বিপদে বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে দেখেন জনমানব শূন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস। কোথায় যাবেন সাধারণ? দিন কে দিন বিদ্যুৎ দপ্তর ও এর কর্মীদের নিয়ে অভিযোগ এর পাহাড়। রাণীর বাজার বিদ্যুৎ অফিসে প্রায়শই দেখা মেলেনা কর্মীদের। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় মহলে। এই ভোগান্তির নিরসনে কি পদক্ষেপ নেবেন মন্ত্রী বাহাদুর? জানতে চায় রাণীর বাজার এর স্থানীয় জনগন।

৮ মাস ধরে অঙ্গনওয়ারী তে নেই কর্মী, ক্ষোভে তালা ঝুলালো এলাকাবাসী

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। দীর্ঘ আট মাস ধরে, কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত নিদয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চানপুর পাড়ার বিবেকানন্দ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওয়ার্কার না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণ এলাকার জনপ্রতিনিধি ও দপ্তরের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে একাধিকবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা জুলিয়ে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু অদ্যাবধি প্রতিশ্রুতি ছাড়া বাস্তবে বিকল্প কিছুই হলো না। ঘটনার বিবরণে বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশ পায় যে আজকেও সকালে পাড়ার অভিভাবকরা মিলে সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা দিয়েছে দ্বিতীয় দফায়। তালা দেওয়ার খবর যারা জানি হওয়ার পরই কাঠালিয়া সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প দপ্তরের সুপারভাইজার অনুরোধ জানিয়েছেন যে, সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়ে যাবে। এতে করে আর আপনাদের কোন সমস্যা থাকবে না। তালাটি খুলিয়ে দিন। কিন্তু এরপরেও বিক্ষুব্ধ জনতা তালা খুলতে রাজি নয়! পরবর্তী সময় সংবাদ কর্মীকে কাছে পেয়ে তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে জানান। তাদের অভিযোগ, দেখুন আট মাস হয়ে যায়, নিদয়া পঞ্চায়েত এলাকার দুই নং ওয়ার্ডের চানপুর পাড়ায় ১৩০ পরিবারের বসবাস। তার মধ্যে ৬০ জন কচিকাঁচা শিশু সকালবেলায় এই সেন্টারে গিয়ে পুষ্টিকের সহ অ -আ হাতে-কলমে শিখানো হয়। কিন্তু আট মাস আগে ওয়ার্কার গৌরী নাগ (দাস) চাকরির বয়স শেষ হওয়ার পর পেনশনে চলে যান। তারপর থেকে নতুন করে আর কোন ওয়ার্কার নিয়োগ হয়নি। আমিও মানুষের দাবী, অবিলম্বে একই ওয়ার্ডের যেন ওয়ার্কার নিয়োগ করা হয়। অপরদিকে, ঘটনার সত্যতা জানার জন্য কাঠালিয়া সুসংহত শিশু উন্নয়ন দপ্তরে গিয়ে সিডিপি এর অনুপস্থিতি সুপারভাইজার সমরেশ বিশ্বাসের সাথে কথা হয়। তিনি জানিয়েছেন বিষয়টা একটু আগে আমি জেনেছি। আপনাকেও জানাচ্ছি আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি দপ্তরের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে, এখনো অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে যদি অনুমোদন আছে অবশ্যই নিয়োগ করা হবে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ-

পুরানো রেশন কার্ডের বদলে পিভিসি কার্ড আজ থেকেই বিলি শুরু হয়েছে : খাদ্য মন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক গণবণ্টন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকলের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বলেন। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ, রেশন ডিলারগণ ও ট্রান্সপোর্ট কনট্রাকটরগণ অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ভোক্তাদের সুবিধার্থে পুরানো রেশন কার্ডের বদলে পিভিসি রেশন কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ থেকেই এই পিভিসি রেশন কার্ড বিলি শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার পিভিসি কার্ড তৈরী করা হয়েছে। রেশন ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ছোট অনুষ্ঠান করে এই পিভিসি রেশন কার্ডগুলি বিলি করবেন।

তিনি বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থায় ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। দেশে রয়েছে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে। বর্তমানে ই-কেওয়াইসি'তে ত্রিপুরা ৮১ শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছে। একে ১০০ শতাংশ করতে। যাতে ত্রিপুরা দেশে এক নম্বর স্থানে থাকতে পারে। তিনি বলেন, রেশন শপগুলিতে প্রতিটি জিনিসের গুণগতমান বজায় থাকতে হবে। যথাসময়ে যেন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে ৬০০টি রেশন শপকে মডেল রেশন শপে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগে ডিলারগণ অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায় এবং প্রায়োরিটি গ্রুপে ১৪৩ টাকা কমিশন পেতেন। এখন পান ১৮০ টাকা।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, গণবণ্টন ব্যবস্থায় যাতে কোন নেতিবাচক বিষয় সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আমরা আরও স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে চাই। এলক্ষ্যেই এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মশুর ডালের ক্ষেত্রে প্রতি কিলো ২৫টাকা ও চিনির ক্ষেত্রে প্রতি কিলো ১৫ টাকা ভর্তুকী দেয়। আসন্ন দুর্গোৎসবে ভোক্তাদের আটা, ময়দা, সুজি দেওয়া হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, রাজ্যের রেশন শপগুলিকে আরও ভালোভাবে এবং গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা চাই স্বচ্ছতার সাথে রেশনে খাদ্য সরবরাহ করতে। তিনি বলেন, মেরা রেশন অ্যাপ ও অন্ন সহায়তা অ্যাপ এর মাধ্যমে ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে পারবেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত এবং জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ রেশন ভোক্তা ও রেশন ডিলারের হাতে নতুন পিভিসি রেশন কার্ড তুলে দেন।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার,১২ ভাদ্র, ১৪৩২ বাংলা

টিকটক ফেরার দিন গুনছে তারুণ্য

টিকটক , সেই চাইনিজ এপ যাতে কিছুটা সময়ের জন্যে ভারত সরকার ব্যান এর ট্যাগ বসিয়েছিল। এবার কিনা সেই এপ আবারো ফিরতে চলেছে। প্লে স্টোরে অতি স্বত্বর আবারো টিকটক এপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই নিয়ে ভারত বর্ষের তারুণ্য , প্রানবন্ত যুবক যুবতীরা ব্যাপক উৎসাহিত। করোনা কালীন সময়ে এই টিকটক সব চাইতে বেশি পরিমাণে ভারতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যাতে সর্বাধিক ইউজার ছিল বলে একটি তথ্য ও প্রকাশ পেয়েছিল। এই টিকটক এর দৌলতে আজ বহু ছেলে মেলে সেলেব্রিটি। আবার অনেকেই খুইয়েছে সর্বস্ব। কেউ কেউ ব্যাপক কটূক্তির শিকার হয়েছে। ভারতে এর ইউজারের ক্রমবৃদ্ধি এবং ভারত চিনের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের জটিলতার জেরেই টিকটক বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু পুরনায় এই এপ চালু হতে চলেছে বলেই খবরা খবর প্রচারে আসছে। তবে এটা আদৌ কি ভারতের মতো একটি দেশের যুব সমাজের জন্যে ভালো কিছু প্রদান করতে পারে ? বিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে মোটেও এই চাইনিজ এপ কে ভারতের তরুণ প্রজন্মের জন্যে কোনো ধরণের ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর বলে ধরা যায়না। বরং টিকটক একটি সম্পূর্ণ সময়ের অপচয়। যা এই দেশের বেকার যুবাদের আরও বেশি করে প্ররোচনা যোগায়। একদিকে এটি বেকারত্বের সমস্যা কে আরও বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। তরুণ প্রজন্ম যত বেশি সামাজিক মাধ্যমে আশক্ত হয়ে পরবে ততই তাদের কাজ করার মতো মানসিকতা ও ক্ষমতা হ্রাস পাবার প্রবণতা বাড়বে। তবে কি পরোক্ষভাবে এটাই চাইছে ভারতের জোট সরকার ? কি পরিকল্পনা এর পেছনে ? সন্দেহ চরম।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ **টি এম সি ঃ** ২৩৭০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ** ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, **ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **রিলিভার্স ঃ** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব ঃ** ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, **রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ** ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ **শতদল সংঘ ঃ** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, **চাইল্ড লাইন ঃ** ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আই জি এম ঃ** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস ঃ** ৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব ঃ** ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, **তরুন সংঘ ঃ** ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। **শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ** ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, **সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ -** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **ব্লু লোটাস ক্লাব-**৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স ঃ** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ** ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, **ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ** ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট ঃ** ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন ঃ** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ** ২৩৮-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা ঃ** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা ঃ** ২৩৭-০৩৮৫, **এয়ারপোর্ট থানা ঃ** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল ঃ** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ** ৯৪৩৬১২৪৪৯২, **এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইণ্ডিগো ঃ** ২৩৪-১২৬৩, **রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ** টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

ঘন ঘন প্রস্রাব পায় ?

অনেকেরই ঘন ঘন প্রস্রাব পায়। এর কারণ মূত্রাশয়ের পেশির সমস্যা। যাঁদের মূত্রাশয়ের পেশি তুলনায় দুর্বল হয়, তাঁদের ঘন ঘন প্রস্রাব পেতে থাকে। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে শৌচালয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। বাড়ি থেকে বেরিয়েও আবার তলপেটে চাপ পড়তে থাকে। কোথাও ঘুরতে গেলে বা রোড ট্রিপে গেলে সমস্যা আরও বাড়ে।

সারা দিনে ৬ থেকে ৮ বারের বেশি প্রস্রাব হলে, প্রস্রাব চেপে রাখতে না পারলে, রাতে বার বার প্রস্রাবের জন্য উঠতে হলে আপনাকে ধরে নিতে হবে, আপনার মূত্রথলিতে সমস্যা হচ্ছে। এই সমস্যা দীর্ঘ দিন চলতে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে। কিন্তু কিছু কিছু খাবার বা পানীয় রোজকার পাত থেকে বাদ দিলে এই সমস্যা কিছুটা কমতে পারে। কোন কোন খাবার বাদ দেবেন? রইল তালিকা।

১) সোডাযুক্ত পানীয়: যদি মূত্রাশয়ের পেশি দুর্বল হয়, তা হলে সোডা-যুক্ত পানীয়

এড়িয়ে চলাই ভাল। ঠান্ডা পানীয় বা লেমনেডে থাকা দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড মূত্রাশয়ে চাপ দেয়। ফলে সমস্যা বাড়ে। বিশেষ করে ভ্রমণের সময় একেবারেই এই প্রকার পানীয় খাওয়া যাবে না।

২) কফি: যাঁদের মূত্রাশয়ের পেশি দুর্বল, তাঁদের কফি জাতীয় পানীয় বেশি না খাওয়াই ভাল। কারণ কফিতে ক্যাফেইন জাতীয় উপাদান থাকে। সেটি মূত্রাশয়ের পেশির উপর চাপ দেয়। ফলে এই সমস্যা বাড়তে থাকে।

৩) চিনি, না কি কৃত্রিম চিনি: অনেকেই চিনির বদলে কৃত্রিম চিনি খান। কিন্তু গবেষণা বলছে, কৃত্রিম চিনি বা সুইটনারে এমন কিছু উপাদান থাকে, যেগুলি মূত্রের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে মূত্রাশয়ের পেশিতে চাপ পড়ে। তাই এগুলি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

৪) মদ্যপান: মদ জাতীয় পানীয় শরীর শুকিয়ে দেয়, শরীরে জমা জল বার করে দেয়। ফলে প্রচুর মূত্র তৈরি হতে থাকে। যাঁদের ঘন ঘন প্রস্রাব পায়, তাঁদের মদ্যপান এড়িয়ে চলাই ভাল।

যাঁদের এই ধরনের সমস্যা রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে এই গরমে মূত্রনালির সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি। রাস্তার ধারে শৌচালয়গুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে। এই রকম সমস্যা থাকলে শ্রোণিদেশের পেশি মজবুত করার জন্য কিছু ব্যায়াম এবং যোগাসন করতে পারেন।

‘জনৈক’ সেজে ভাষা উচ্চারণ করার তাগিদ বাড়ছে

আমি আর পৃথা কথা বলছিলাম। তারই মাঝে মেসেজ বক্সে যৌন-মন্তব্য ভেসে আসতে লাগল। একজন আবার বার দুয়েক লিখে বসলেন, ‘বৌদিরা সব কোথায়’। যেন দিশাহীন দেওর নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা করছে! তিনি ‘বৌদি’দের কী উদ্দেশ্যে ডাকছিলেন, সেটা বোঝার জন্য বৌদি হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ডিজিটাল মাধ্যমের আনাচেকানাচে এমন যৌন ইঙ্গিতমূলক মন্তব্যের রমরমা কেন বাড়ছে, তা বুঝতে চেষ্টা করছি।

রাজনৈতিক খবর, সেলিব্রিটির জীবনের ছবি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বিষয় যা-ই হোক না কেন, কিছু মানুষ যৌন উক্তির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। কোনও খবর বা কারও বক্তব্য নিয়ে সহমত না-ই হতে পারি। সেক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ আপত্তি উঠতেই পারে। কিন্তু তা হচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কী নিয়ে পোস্ট, কী তার বক্তব্য, সে সব কিছু তলিয়ে পড়বার আগেই চার অক্ষর লিপিবদ্ধ হচ্ছে। যে ভাষা সচরাচর মুখে আনা যায় না, সেই ভাষার উদগ্র উচ্চারণ দেখতে পাচ্ছি। সদ্য গালাগাল শেখার পর কেউ কেউ অকারণে সেগুলো আওড়াতে থাকে। এক্ষেত্রেও যৌন ব্যঞ্জাত্মক মন্তব্যের তেমনই আনতাবড়ি প্রয়োগ নজরে আসছে।

কেউ আবার যেখানে পারছে, হা-হা হাসির ইমোজি দিয়ে আসছে। আফগানিস্তানে তালিবান আক্রমণের ভিডিয়ো থেকে শুরু করে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ সবেতেই হাসি! যেন সমস্তটাই খিল্লির রসদ। বলা বাহুল্য, এ হাসি আনন্দের নয়। এ-ও আসলে অন্যকে হেয় করার সহজতম সঙ্কেত। যে কোনও বিষয়কে লঘু করার অমোঘ চিহ্ন। এ হাসি প্রাসঙ্গিকতার চৌহদ্দি ছাপিয়ে যেখানে সেখানে উথলে উঠছে। এই হাসির মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ নেই। এমনকি, এই অতি সক্রিয় যৌনতার মধ্যেও না আছে আবেদন, না আছে শিহরণ। বরং একধরণের হিংস্রতা আছে।

যে দু’টি তাগিদের অকপট বহিঃপ্রকাশ সমাজে নিষিদ্ধ, তার একটি হল রাগ। অন্যটি যৌনতা। সমাজের নিয়ম রেওয়াজের চাপে রাগ এবং যৌনতাকে আমরা ঘষেমেজে প্রকাশ করতে শিখি। কিন্তু তার আদিম অবাধ দাঁত-নখ আমাদের অনেকের অবচেতনে নিশপিশ

করে। নিরাপদ নিষ্ক্রমণের সুযোগ খোঁজে। কখনও সে গণপিটুনির ইন্ধন হয়ে অচেনা ব্যক্তিকে পিটিয়ে আসে। কখনও অনেকের একজন হয়ে বাসের টায়ার পোড়ায়। কখনও ভিড় ট্রেনে জনৈক হাত হয়ে মহিলাকে যৌন হেনস্থা করে। কখনও রাতের আড়ালে সদ্য রং-করা বাড়ির দেওয়াল খুঁচিয়ে দেয়। সমাজমাধ্যমেও সেই রাগ সেই যৌনতা নিজের অবস্থান নিশ্চিত করছে। উটকো নামের প্রোফাইল খুলে কখনও অন্যের দেওয়ালে রুচিবিগর্হিত ভাষায় খেউড় করছে। কখনও সেলিব্রিটির ছবির নিচে রগরগে যৌন প্রস্তাব লিখে আসছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সহায়ক ওই ‘অ্যানোনিমিটি’। ওই আড়াল। নেটমাধ্যমে নিজের নামেও যারা অন্যকে আক্রমণ করছে, তারাও একটা দূরত্বের আড়াল পাচ্ছে। প্রোফাইল লক করে হুজ্জুতি করে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাকে আক্রমণ করছি, সে উজান বেয়ে আইপি অ্যাড্রেস খুঁজতে যাচ্ছে না। ক’জনই বা থানা-পুলিশের হ্যাপা নেবে। কতবার নেবে। অতএব এই অসহায়তা, অন্যায়ের প্রতিবাদ গিলে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আমাদের মধ্যে গুমরে থাকে। ক্ষমতার সৌধের দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে ফেলা দীর্ঘশ্বাস আমাদের দম আটকে দেয়। কত ঝগড়া নেহাত সাহসে কুলোয়নি বলে করা হয় না। অন্যের কাছে হেয় বোধ করার অপমান আমরা বহন করে চলি। অন্যের ভাল দেখে জ্বলে-ওঠা ঈর্ষা আমাদের অশান্ত করে। সেই সব তিতকুটে বাসি আবেগ ফাঁকফোকর খোঁজে। এমন পরিসর খোঁজে, যেখানে উন্মুক্ত হলেও সরাসরি পাল্টা আঘাত আসার সুযোগ কম। এবং তেমন বেকায়দায় পড়লে কেটে পড়া যায়। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সেই সব আবেগের আবর্জনা ধারণ করে।আমরা বিভিন্ন প্রোফাইল বানিয়ে ফেলি। একটি রিপোর্ট করা হলে আরেকটি উপস্থিত হয়। নিজের মধ্যে এত দিন যে সব হজম-অযোগ্য আবেগ রেখে ঢেকে চলছিলাম, তা অন্যের দিকে নিক্ষেপ করতে থাকি। আমরা সাময়িক আঙুলের আরাম বুঝে নিই। কিন্তু তার পরিণাম নিয়ে ভাবিত হই না। পরিণাম নিয়ে ভাবলে অন্যের অসম্মতি, অমর্য্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। আমাদের কুৎসিত ব্যক্তি আক্রমণের ঠেলায় অন্যের মন বিধ্বস্ত হলেও আমরা থামি না। সাইবার বুলিংয়ে সিদ্ধ হয়ে অন্য সব ব্যর্থতা পুষিয়ে নিতে চাই।

আক্রমণের কেন্দ্রেও কিছু বিশেষ ধরণের প্রোফাইল বিদ্যমান।

যে সব মানুষ পরিচিত, সম্মানিত, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল, তাঁরাই সহজ টার্গেট। তাঁদের হেয় করে, অপমান করে, যৌন-কটাক্ষে হেনস্থা করে অনেকের দিন শুরু হয়। যাঁরা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাঁদের ডিজিটাল আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে হয়ত তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভাবনা থাকে। এমনি হয়ত তিনি ফিরেও দেখতেন না। প্রবল অসম্মানিত হয়ে যদি ফিরে দেখেন? যদি উত্তর দেন? ওটুকুতেও অনেকে গুরুত্ব পায়। অনেকে আবার সাহস এবং ক্ষমতা জাহির করার জন্য একটু ঘুরপথ নেয়। যাকে সকলে মূল্য দেয়, শ্রদ্ধা করে আমি তার বাপবাপান্ত করতে পারি! পারি, মানেই আমি আরও বড় ব্যাপার। অনেকসময় গভীর হীনম্মন্যতা থেকেও কেউ কেউ অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় প্রমাণ করতে চায়।কোনও নামী প্রতিষ্ঠানকে পায়ে পা দিয়ে গালাগাল দেওয়ার মধ্যেও একই মানসিকতা থাকতে পারে। প্রতিপত্তি বা ক্ষমতাসম্পন্ন প্রোফাইলে ঢুকে গাল দিতে পারলে নিজেকে সাময়িক ভাবে ক্ষমতাশালী মনে হয়। কেউ কেউ আবার বাথিতগুঁয় জড়াতে পারলে একটা ‘কিক’ পায়। না হলে জীবন মিইয়ে-যাওয়া বিস্কুট হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ সংলাপ শুরুই হয় ‘মানতে পারলাম না’ দিয়ে। গোটা বিষয়টা বিচার না করে স্রেফ বিতর্কে যাওয়ার হিড়িকে তারা জোর করে মাঠে নামে। কিছুক্ষণ পর যুক্তিতে টান পড়ে। তখন আবারও তাদের ভরসা সেই ব্যক্তি আক্রমণ।কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ত্রুটিমুক্ত হবেই এমন নয়। কোনও বিষয় নিয়ে নিয়ে রসিকতা, নিন্দা, ব্যঙ্গ হতেই পারে। কিন্তু কী যুক্তি প্রয়োগ করছি, কী ভাষায় প্রতিবাদ করছি, সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার উদ্দেশ্য অমুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অসম্মান করা নয়। তার কাজ বা বক্তব্যকে প্রশ্ন করা। সেখানে যুক্তি এবং পালটা যুক্তি আসতেই পারে। মতান্তর থাকতে পারে। কিন্তু হিংস্র ভাষায় দেওয়াল দূষণ করছি কেন? এমন অসংযত বেলাগাম কটূক্তির প্রতি আমাদের ঝোঁক কেন?

‘ডিজিটাল-ডিসইনহিবিশন’ নিয়ে মনোবিদরা গবেষণা করছেন। যে ভাষা আমাদের রুচি-শিক্ষা-পরিচিতির সঙ্গে খাপ খায় না, ‘জনৈক’ সেজে সে ভাষা উচ্চারণ করার তাগিদ বাড়ছে। ভুয়ো প্রোফাইল একটা ঢাল। নাম-ধাম-কর্ম-পরিচিতি অক্ষত রেখে কদর্য্য ভাষায় আক্রমণ চালাতে এটি সাহায্য করে। ঘোলাটে নামাঙ্কিত প্রোফাইল তো আসলে আমাদেরই আরেকটা সত্তা। যে সত্তা অপরিশুদ্ধ গালাগাল লিখে আনন্দ পায়। যে সত্তা নির্লজ্জ হতে চায়। আগেও চেয়েছে। অন্যের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে পারেনি। এখানে কেউ জানতেও পারছে না এই উদ্ভট নামের প্রোফাইলটি আসলে কারও কাকু, কারও বান্ধবী, কারও শিক্ষক, কারও সহকর্মী, কারও প্রতিবেশী..।

‘তুমি অমুক হয়ে এটা লিখতে পারলে’ কথাটা শুনতে হচ্ছে না। কারণ, ‘অমুক’ হয়ে লিখছি না। সব সমাজিকতার পাঠ, সভ্য-ভদ্র আচরণ যেন শুধু অন্যের সামনেই নিপাট। যথাযথ। অন্যের কাছে আত্মপরিচয় আড়াল করে ফেলতে পারলে আর সেন্সর করতে হয় না। আত্মগোপনের সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা অনেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের আস্তরণ খুলে ফেলছি। অনেকে বলছেন এটি ‘ডিজিটাল ক্যাথারসিস’। আমরা ‘টিমটিমে ট্রামলাইন’, ‘কানকাটা কলিকাল’ এসব আজগুবি প্রোফাইল খুলে এমন সব মন্তব্য করে আসছি, যা নিজের চোখেও বেমানান। যা নিজেও সামলাতে পারছি না, সেই হিংস্রতা এবং যৌনতা অন্যের দেওয়ালে চালান করলেই কি তার ভার কমছে? নাম-বেনামের চক্করে নিজের প্রিয় সত্তাকে নিজের কাছেই ব্লক করে ফেলছি না তো?এত অবধি পড়ার আগেই যাঁরা হা-হা হাসির ইমোজি দিচ্ছেন বা গালাগাল টাইপ করছেন, তাঁদের জন্য একটুকরো আয়না রেখে গেলাম...।

যা গরম পড়ছে, তাতে মাথা ঠিক নাই!

গত কয়েক দিন ধরেই তাপমাত্রা রেকর্ড গড়ছে আর ভাঙছে। গণমাধ্যমের ভাষ্য মতে, এবারের বৈশাখের প্রথম সপ্তাহটি ঢাকার তাপমাত্রার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঘরের ভেতরে যারা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে থাকছেন, তারা হয়তো বুঝতে পারবেন না। কিন্তু নানা কাজে যারা দিনে ঘরের বাইরে বের হয়েছেন, তারা টের পেয়েছেন গরম কাকে বলে।

আর থাকবেই-বা কীভাবে? এই গরমে টিকে থাকাই যেখানে দায়, সেখানে আন্দোলন করে অকালমৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাবে কোন আহাম্মক? আসলে এই গরমে আন্দোলন করা যায় না। আন্দোলনের জন্য একটা পরিবেশ লাগে। আমাদের দেশে সব আন্দোলনই জমাট বেঁধেছে শীতকালে। কারণ ঠান্ডামাথা শীতল পরিবেশ ছাড়া কখনো আন্দোলন হয় না। বর্তমানে পরিবেশ একেবারেই বিগড়ে গেছে। এখন প্রতিদিন যে সূর্য উঠছে, সে তো যেন জ্বলন্ত চুল্লি। বাতাস তো নয়, যেন ‘লু’ হাওয়া।

অতিরিক্ত গরম ও তাপপ্রবাহের কারণে আমরা কেবল হাঁসফাঁস করছি। সবার মুখে একটাই কথা: উফকী গরম! জ্বলে গেলাম, পুড়ে গেলাম! মরে গেলাম! এত গরম বাপের জন্মে দেখিনি! আসলে গরম নিয়ে আমাদের কিছুই করার নেই। যেমন নেই মূল্যবৃদ্ধি, ক্ষমতাসীনদের ঔদ্ধত্য, কিংবা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি নিয়ে কিছু করার! যেন ‘উহা অনিবার্য্য, চলিতেই থাকিবে! বেশি তাপে যে কোনো কঠিন পদার্থই নাকি প্রসারিত হয়। আকার-আকৃতির পরিবর্তন হয়। বর্তমানে দেশে যা তাপ, তাতে অন্যসব কঠিন পদার্থ তো বটেই, মানুষের মগজও কেমন যেন ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। মাথার গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে। খুন, ধর্ষণ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারামারি, সংঘাত-সংঘর্ষ, সবই বেড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে, মানুষজন তুচ্ছ কারণে খেঁকিয়ে উঠছেন। কাউকে ভাই বললেও প্রত্যুত্তরে শালা সম্বোধন শুনতে হচ্ছে। কুশল জিগ্যেস করলে এমন সব জবাব শোনা যাচ্ছে, যেন আপনি তার সম্পত্তি লিখে নেওয়ার প্রস্তাব করছেন! সবার মধ্যে তাপ, চাপ, মেজাজ। বস তার কলিগদের সহ্য করতে পারছেন না। অকারণে গালাগাল করছেন। গণপরিবহনে যাত্রীর সঙ্গে যাত্রীর, যাত্রীর সঙ্গে পরিবহন-শ্রমিকদের কথা কাটাকাটি, মারামারি, ঝগড়া বেড়ে গেছে। পরিবারগুলোতেও আফগানিস্তান কিংবা পাকিস্তানের মতো আত্মঘাতী সংঘাত বেড়ে গেছে।

গরমে অতিষ্ঠ গিন্নিরাও টি-টোয়েন্টির ব্যাটসম্যানদের মতো মারমুখী হয়ে উঠেছেন। পান থেকে চুন খসলেই পুরুষ সদস্যরা যেমন খেঁকিয়ে উঠছেন, নারীরাও পালটা আঘাত হানছেন। এতে করে ঘরে ঘরে দাম্পত্য কলহ বাড়ছে। সবাই এখন সবকিছুর দায় চাপাচ্ছেন গরমের ওপর।

যেমন, এক ক্রেতা দোকান থেকে এক ডজন ডিম কিনেছেন। কিন্তু বাসায় গিয়ে দেখেন ডিমের সংখ্যায় গড়বড়।ক্রেতা ক্রুদ্ধ হয়ে সেই দোকানে এসে দোকানদারকে বলছেন, আমি এক ডজন ডিম কিনে নিয়ে গেলাম। বাসায় গিয়ে দেখি তুমি ১১টা ডিম দিছ। এই জোচ্চুরির মানে কী? তুমি কি মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি, যে এক ডজন ডিমে ১টা কম দিবা? বিক্রেতা কাঁচুমাচু হয়ে বলছেন, স্যার, যা গরম পড়ছে, তাতে মাথামুথা ঠিক নাই, বারোডার জায়গায় ভুল করে এগারোটা দিয়া দিছি। ক্রেতা ভদ্রলোক রাগত কণ্ঠে বলেন, কিন্তু বারোটার জায়গায় তেরো কিংবা চোদ্দোটা তো দিলা না! এবার দোকানি ভদ্রলোক বেশ একটা রহস্যের হাসি হেসে বলেন, স্যার, গরম পড়ছে ঠিকই, কিন্তু অত গরম কি আর পড়ছে যে বারোটার জায়গায় তেরোটা দিমু!

মানুষ গরমে হা-পিত্যেস করলেও আবহাওয়াবিদরা কোনো সুসংবাদ শোনাতে পারছেন না। তাদের ভাষ্যমতে, আপাতত বৃষ্টিপাত হওয়ার কিংবা গরম কমার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই! গরম কমবে কীভাবে? মৌসুমি বায়ু তো আর কারো আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলে না। উৎপন্নও হয় না। পুকুর নেই, ডোবা নেই, আছে শুধু মালটিস্টোরিড বিল্ডিং, শপিংমল, মালটিপ্লেক্স, ফুললি এয়ারকন্ডিশনড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। ভেড়ার পালের মতো বাড়ছে মানুষ, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়ি, বাড়ছে এসি, বাড়ছে জেনারেটর, বাড়ছে রেফ্রিজারেটর।

আসলে সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে কিলায়। মানুষ বোঝে না এঁড়ে গরু টেনে দুধ দোয়ানো যায় না। ভুলে যায় প্রকৃতিকে ধ্বংস করলে প্রকৃতি এর প্রতিশোধ নেয়। পৃথিবীতে সম্পদ সীমিত। গাছ কাটো, পুকুর বোজাও, নদী ভরাট করো, ফ্ল্যাট তোলো, এসি বসাও, জেনারেটর চালাও, ঘরে বসে বসে টিভি ওয়েব সিরিয়াল দেখো, খেলা দেখো, রেশমিকা মান্দানা কিংবা দীপিকা পাড়ুকোনের নাচ দেখো, আর হাইব্রিড চিকেন ফ্রাই কিংবা চিপস চিবোও, নয়তো ঠান্ডা পানীয় গেল। কিন্তু দুনিয়াটা তো আর মামাবাড়ির আবদার নয়! তাই তো মা বসুধা খেপে ব্যোম আমাদের ওপর। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিরূপ হয়েছে, ভাগ্যদেবতা ওপরে বসে বসে হাসছেন।

বুদ্ধিজীবীরা বলেন, ‘গ্লোবাল ওয়ারমিং’-এর কথা। গ্রিনহাউজ গ্যাসের কথা। এগুলোর সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য নিহিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই তাপমাত্রা কমবে না। সময়ের বৃষ্টি সময়ে হবে না।

জ্ঞানী-গুণীরা অবশ্য ভিন্ন কথা বলছেন। তারা বলছেন, হে আদম সন্তানেরা, আপনারা বরং গরমকে এনজয় করতে শিখুন। অপ্রয়োজনীয় বৃষ্টিপ্রেমী পুতুপুতু স্বভাবের ঘর্মভীরু পাবলিকের খাতায় নাম লেখাবেন না। ওদের সবকিছুতেই অভিযোগ করা স্বভাব। রক্তে দ্বিচারিতা, মেরুদণ্ডে কনট্রাডিকশন। এদিকে টাকার গরম দেখলে যুগপৎ লালা ও দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, রূপের গরম দেখলে বলবে, ‘ধ্যুত, কী আচরণ!’ অথচ গরম দেখালেই তেড়ে গাল পাড়বে। কেন রে বাবা? এই সিজনটাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর! গরমকালটা সোশ্যালিস্টদের মতো সাম্যবাদী। হাভাতে থেকে এমপি, রিকশাওয়ালা থেকে মন্ত্রী, সবাইকে সমান জ্বালাবে। আই মিন তাপ দেবে আর কি। বর্ষার মতো ফিকল-মাইন্ডেড না, একদিকে জল জমল তো আরেক দিকে ফকফকা। গ্রীষ্মের একেবারে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো স্বভাব। মন-মুখ এক, নির্বিকার। সকাল ৯টাতেও ঝাঁ-ঝাঁ করছে, দুপুর দুটোয়ও ঠা-ঠা। এমনকি রাত দুটোতেও চনচন!

এই যেসব রোগব্যাধি হয়, সেগুলোও অনেক স্মার্ট! গরমে চিকুনগুনিয়া, ডায়রিয়া, পেটের অসুখ কিছু হয় বটে।

কিন্তু সেগুলো আসলে গরমের রোগ নয়, বরং বলা যায় বাঙালির চিরকালীন অসুখ। গরমের প্রকৃত ব্যামো হচ্ছে হিট স্ট্রোক, সান-স্ট্রোক। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, ঠাস করে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। কী সুন্দর যন্ত্রণাহীন! হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নেই, হাজারও ক্লিনিক্যাল টেস্টে জেরবার হওয়া নেই, নানা ধরনের বড়-পাঁচন গেলা নেই, ভেন্টিলেশন নেই, কেমো নেই, যন্ত্রণায় ছটফটানো নেই, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খসিয়ে পরিবারসুদ্ধ সবার অভিশাপ কুড়ানো নেই। ঘেমো ঋতুও এমন ঘ্যামা মৃত্যু নিয়ে আসে!

আর বেঁচে থাকলেও, এই গরমই আপনার মুশকিল-আসান। পৃথিবীর যত্ত ‘উদো’র যাবতীয় পিণ্ডি চাপাতে পারেন এই ‘বুধো’র ঘাড়ে। গার্লফ্রেন্ড অতিমাত্রায় ন্যাকামো করছে? গুছিয়ে গালাগাল দিন। পরে মেসেঞ্জারে বললেই হলো, সরি, ইট ওয়াজ টু হট দ্যাট ডে (আটাশটা ইমোটিকন জুড়তে ভুলবেন না)! বসের প্রতি অনেক দিনের রাগ এরিয়ার, ক্যারিয়ার পাচ্ছেন না? একটা ঝনঝনে গরমদিনে স্যাটাস্যাট স্ট্রেট-ব্যাটে ঝেড়ে দিন আপনার মতো তেলবাজ আর চতুর হতে পারলে আমিও অনেক ওপরে উঠতে পারতাম! পরে মেইল করুন : দ্য ননসেন্স ওয়েদার টুক আ টোল অন মাই সেন্সেস! সরি বস, হোপ, ইউ উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মি!

কোনো ‘হৃদয়ের রানি’কে প্রোপোজ করে প্রত্যাখ্যাত? পরের দিন কোনো একটা ওছিলায় হাতে আইসক্রিম ধরিয়ে বলুন, উফএই গরমে কাল কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আর তুমিও যেমন, ফান বোঝো না! বাগানের সব গাছের লিচু প্রকাশ্যে পেড়ে খাওয়া, পর্নোসাইট বন্ধ করতে গিয়ে ফ্রিল্যান্স কাজের সাইট বন্ধ করে দেওয়া, আবার খোলা, নারী নির্য্যাতন, ধর্ষণ, বউকে মাটিতে পুঁতে ফেলা, কাজের মেয়েকে মেরে ফেলা, মিথ্যে মামলা দিয়ে কাউকে ফাঁসানোসবটাই আসলে এফেক্ট অব ব্লাডি সামার। এই গরমে মাথা ঠিক থাকে? জীবনের সব হোঁচট, হেঁচকি, আছাড়, ঠোক্কর, ছ্যাঁচরামি, নষ্টামি, ঢোক, ঢেকুরের সঙ্গে মিশিয়ে নিন গরমকে। বেইজ্জতি থেকে বাঁচবেন!

ভারত-আমেরিকার মধ্যে খোলা আলোচনার পথ

শুল্ক-জটকে 'সাময়িক' হিসাবেই দেখছে নয়াদিল্লি, মোকাবিলা কী ভাবে

নয়াদিল্লি ঃ ভারতীয় পণ্যে আমেরিকার মোট শুল্কের পরিমাণ ৫০ শতাংশ, যা বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে। ফলে ভারত থেকে রফতানি ধাক্কা খেয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, এখনই ভয়ের তেমন কারণ নেই।

ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে শুল্ক নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তার সমাধানের জন্য আলোচনার পথ এখনও খোলা আছে। সরকারি সূত্র উল্লেখ করে বুধবার রাতে এমনটাই দাবি করল সংবাদ সংস্থা পিটিআই। সূত্রের দাবি, এই জটিলতাকে আপাতত 'সাময়িক' হিসাবেই দেখছে সরকার। শীঘ্রই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র মিলবে বলে তারা আশাবাদী।

রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনার কারণে ভারতের উপর বাড়তি ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৫০ শতাংশ, যা বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে। চড়া হারে শুল্কের কারণে ভারত থেকে আমেরিকায় বিভিন্ন পণ্যের রফতানি ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু সরকারি সূত্রের দাবি, এখনই এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দুই দেশের সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি। এখনও আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। এ ক্ষেত্রে ভারতের রফতানির বৈচিত্র্যের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সূত্রের দাবি, ভারত এত রকমের পণ্য এত জায়গায় রফতানি করে যে, মার্কিন শুল্কের তেমন প্রভাব পড়বে না সার্বিক বাণিজ্যে।

পাশাপাশি, মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স বিজনেস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বুধবারই ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থসচিব স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। বেসেন্টের কথায়, "এটা খুব জটিল একটা সম্পর্ক। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আর প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে শীর্ষ স্তরে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তা কেবল রাশিয়ার তেলের উপর নির্ভর করে না। আমি মনে করি, দিনের শেষে আমরা আবার এক হয়ে যাব।"

সরকারি সূত্র উল্লেখ করে পিটিআই জানিয়েছে, ভারত এবং আমেরিকা, উভয়ের তরফ থেকেই বাণিজ্য নিয়ে ইতিবাচক সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া, কী ভাবে এই শুল্কের কোপ থেকে দেশীয় রফতানিকারকদের রক্ষা করা যায়, সরকার তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে চলতি সপ্তাহে বৈঠকে বসছে। রাসায়নিক, গয়নাগাটি কিংবা মূল্যবান পাথরের ব্যবসাকে কী ভাবে নতুন বাজারে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে ওই বৈঠকে।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ার ফলে ভারতের ৪.২ লক্ষ কোটি টাকার রফতানি মার খাবে। ক্ষতি হতে পারে বস্ত্র, গয়না, পাথর, চামড়া, জুতো, চিংড়ি, পশুজাত পণ্য, রাসায়নিক পণ্য এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বাণিজ্যে। ওষুধ, জ্বালানি এবং বৈদ্যুতিন পণ্যকে এই শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, বস্ত্রশিল্পের জন্য ব্রিটেন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অন্তত ৪০টি দেশে ঢালাও প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে ভারত সরকারের।

বন্ধুত্ব পাতিয়ে বিয়ে, তার পর সমস্ত লুট করে চম্পট! বিহারে বিয়ের প্রতারণা চক্রের হদিস, ধৃত চার ভুয়ো কনে-সহ ন'জন

নয়াদিল্লি ঃ পুলিশ সূত্রে খবর, পশ্চিম চম্পারণ জেলায় রীতিমতো অফিস বানিয়ে চলছিল এই প্রতারণা চক্র। বেছে বেছে বিত্তবান পুরুষ এবং মহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো হত।

বিহারে বিয়ের এক বড় প্রতারণা চক্রের হদিস পেল পুলিশ। রমরমিয়ে সেই ব্যবসা চলছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি লুটের ঘটনা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়েই ওই চক্রের খোঁজ পেল পুলিশ। এই ঘটনায় চার নকল কনে-সহ ন'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, পশ্চিম চম্পারণ জেলায় রীতিমতো অফিস বানিয়ে চলছিল এই প্রতারণা চক্র। বেছে বেছে বিত্তবান পুরুষ এবং মহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো হত। বিবাহিত মহিলা এবং পুরুষদের একটি দল এই কাজ করতেন। প্রথমে বন্ধুত্ব পাতানো, তার পর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে সেই সম্পর্ককে বিয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে নিয়ে যেতেন। বিয়ে হয়ে গেলেই সুযোগ বুঝে 'সঙ্গী'র টাকা, গয়না লুট করে নিয়ে পালাতেন। কী ভাবে এই প্রতারণার চক্র চলত? পুলিশ জানিয়েছে, মূলত মহিলা সদস্যদের এই কাজে বেশি করে নিয়োগ করা হত। এমন ভাবে গোটা ঘটনাটিকে সাজানো হত যে, কোনও ভাবেই আঁচ করা সম্ভব ছিল না যে, পুরোটাই একটি প্রতারণা। পুলিশ সূত্রে খবর, বিয়ের পর বেশ কয়েকটি লুটের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তদন্তে নামে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেতিয়া এলাকা থেকে চার মহিলা এবং পাঁচ জন পুরুষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছে এই প্রতারণা চক্রের পান্ডা আহমেদ আলিও। ধৃতদের কাছ থেকে একটি এসইউভি, দু'টি বাইক, বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রকাশ সিংহ জানিয়েছেন, এই গ্যাং মূলত বেতিয়ার বাগাহা এলাকায় সক্রিয় ছিল। এই প্রতারণা চক্র বিহার ছাড়িয়েও অন্য রাজ্যে বিস্তৃত বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

'ট্রাম্পকে খুন করো', 'পরমাণু বোমা মারো ভারতে'!

রাইফেলে লিখে রেখেছিলেন মার্কিন স্কুলে হামলাকারী বন্দুকবাজ

নয়াদিল্লি ঃ আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি সমাজমাধ্যম পোস্ট করে রিপাবলিকান দলের এক রক্ষণশীল নেত্রীর দাবি, হামলাকারী ভারত-বিরোধী এবং ইহুদি-বিরোধী প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে লেখাগুলি থেকেই তা স্পষ্ট বলে মনে করছেন তিনি।

আমেরিকার স্কুলে বুধবার হামলা চালানো বন্দুকবাজকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করেছে পুলিশ। রবিন ওয়েস্টম্যান নামে ২৩ বছর বয়সি ওই রূপান্তরকামী তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন মিনিসোটা প্রদেশের মিনিয়াপলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলে। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি রাইফেল, একটি শটগান এবং একটি পিস্তল।

ইউটিউবে 'রবিন ডার্ব্লিউ' নামে একটি চ্যানেল ছিল ওয়েস্টম্যানের। একটি ভিডিয়োয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ এবং ম্যাগাজিন দেখা গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও ওই চ্যানেলটি ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছেন সমাজমাধ্যম কর্তৃপক্ষ। ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির রক্ষণশীল নেত্রী লরা লুমারও এই সংক্রান্ত কিছু আগ্নেয়াস্ত্রগুলির ছবি পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে। যার সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম। লুমার জানিয়েছেন, ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি মিনিয়াপলিসের স্কুলে হামলাকারী ওয়েস্টম্যানের। আগ্নেয়াস্ত্রগুলির গায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের হুমকি লেখা ছিল। এ ছাড়া ভারত এবং ইজরায়েল বিরোধী কিছু মন্তব্যও লেখা ছিল আগ্নেয়াস্ত্র এবং ম্যাগাজিনের গায়ে।

ম্যাগাজিনগুলির গায়ে লেখা ছিল, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুন করো', 'ট্রাম্পকে এখনই খুন করো', 'ইজরায়েলের পতন হতেই হবে', 'পুড়িয়ে দাও ইজরায়েলকে'। আবার একটি আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে লেখা ছিল 'ভারতে পরমাণু বোমা ফেলো'। ওই লেখা-সহ আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি সমাজমাধ্যম পোস্ট করে রিপাবলিকান দলের নেত্রীর দাবি, ভারত-বিরোধী এবং ইহুদি-বিরোধী প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন হামলাকারী। আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে লেখাগুলি থেকেই তা স্পষ্ট বলে মনে করছেন তিনি।

২০২০ সাল পর্যন্ত ওয়েস্টম্যানের নাম ছিল রবার্ট। পরে তিনি নিজের মহিলা নাম ধারণ করেন। রবার্ট থেকে হয়ে যান ওয়েস্টম্যান। আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দফতরের সচিব ক্রিস্টি নোয়েম জানিয়েছেন, ওয়েস্টম্যান নিজেকে রূপান্তরকামী বলে দাবি করেন। হামলাকারীর রাইফেলের ম্যাগাজিনে ট্রাম্পের খুনের হুমকির কথা লেখা ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার আমেরিকার স্কুলে ওই এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে দু'জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জখম আরও ১৭ জন। তাদের মধ্যে ১৪ জনেরই বয়স ৬-১৫ বছরের মধ্যে। স্কুলে হামলার কিছু সময় পরে অদূরেই গাড়ি পার্ক করার জায়গা থেকে উদ্ধার হয় আততায়ীর দেহ। পুলিশের সন্দেহ তিনি নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন।

ট্রাম্পের 'শুল্কবাণে' তছনছ ভারতের বাজার, একলাফে বিরাট পতন সেনসেক্স ও নিফটিতে

নয়াদিল্লি ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'শুল্কবাণ' সামাল দিতে প্রাথমিকভাবে হিমশিম খাচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। বৃহস্পতিবার সকালে বাজার খুলতেই বড়সড় ধস নামল সেনসেক্স এবং নিফটিতে। সেনসেক্স একধাক্কায় নেমে গেল প্রায় ৬০০ পয়েন্ট। নিফটিতেও পতন হয়েছে ৫০ পয়েন্ট। এদিন সকালে বাজার খোলার এক ঘণ্টার মধ্যে সেনসেক্স ৬০০ পয়েন্ট নেমে গিয়ে ৮০ হাজার ৩০০ পয়েন্টের আশেপাশে ট্রেড করতে থাকে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটিও ৫০ পয়েন্ট নেমে গিয়ে ২৪ হাজার ৫৮০ পয়েন্টের আশেপাশে ট্রেড করা শুরু করে। ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের মধ্যে ১৪টিই লোকসানে চলছে। যার ফলে বাজার থেকে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা উবে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর আগে গত মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপানো অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর হওয়ার ঠিক আগেও বিরাট পতন দেখেছিল শেয়ার বাজার। সেনসেক্স ও নিফটি দুটোই একধাক্কায় ১ শতাংশ করে পড়ে যায়। যা কিনা গত তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় পতন। যার ফলে বাজার থেকে প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা উবে যায়। গণেশ চতুর্থীর জন্য বুধবার বাজার বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার ফের বাজার খুলতেই ধস। উল্লেখ্য, ভারতের রপ্তানির উপর সব মিলিয়ে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে (ভারতীয় সময়) সেটি কার্যকর হওয়ার পর একে সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম কঠোর বাণিজ্যিক শাস্তি হিসাবে দেখা হচ্ছে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, নতুন হারের আওতায় পড়বে সমস্ত ভারতীয় পণ্য যা বুধবারের পরে আমেরিকার বাজারে প্রবেশ করবে।

পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে বিহারে ঢুকেছে তিন জইশ জঙ্গি!

নয়াদিল্লি ঃ গোয়েন্দা সূত্রে খবর, তিন জঙ্গিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তারা হল পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা হাসনাইন আলি, উমরকোটের বাসিন্দা আদিল হুসেন এবং বহওয়ালপুরের মহম্মদ উসমান।

পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে বিহারে তিন জইশ জঙ্গি ঢুকে পড়েছে। গোয়েন্দাদের তরফে বিহার পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। আর তার পরই রাজ্য জুড়ে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে বিহার পুলিশ।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, তিন জঙ্গিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তারা হল পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা হাসনাইন আলি। আদিল হুসেন, উমরকোটের বাসিন্দা এবং বহওয়ালপুরের মহম্মদ উসমান। এই তিন জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই তিন জঙ্গি অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছোয়। তার পর সম্প্রতি বিহারে অনুপ্রবেশ করেছে।

ইতিমধ্যেই তিন জঙ্গির ছবি প্রকাশ করে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযানও শুরু হয়েছে। রাজ্য পুলিশের সদর দফতর থেকে সমস্ত জেলা পুলিশকর্তাকে তিন জঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিত বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও জঙ্গিদের গতিবিধি চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। কোনও রকম সন্দেহজনক কিছু দেখলেই যেন পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, পুলিশ এবং প্রশাসনের তরফে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা, তার পরবর্তী অপারেশন সিঁদুর এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কারণে গত মে মাস থেকেই বিহারে ভারত-নেপাল সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলা মধুবনী, সীতামঢ়ী, সুপৌল, আরাররিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম চম্পারণে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ এবং প্রশাসন সূত্রে খবর। বিহারের দিকে ভারতের সঙ্গে নেপাল সীমান্তের প্রায় ৭২৯ কিলোমিটার উন্মুক্ত। ফলে এই জায়গাগুলিই অনুপ্রবেশের 'হটস্পট' হয়ে উঠছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, সহজেই সীমান্ত পারাপার হয় এই অঞ্চল দিয়ে। ফলে বিহারের সাতটি সীমান্তবর্তী জেলায় সর্ব ক্ষণের নজরদারি একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে পুলিশের একটি সূত্রের দাবি। সীমান্তবর্তী ওই জেলার কোনও একটি হয়েই জঙ্গিরা বিহারে অনুপ্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে ট্রাম্প ও পুতিনের আলোচনায় শামিল হবে না চিন, জানাল জিনপিং সরকার

নয়াদিল্লি ঃ চিনা বিদেশ দফতরের মুখপাত্র কুয়ো জিয়াকুনের দাবি, আমেরিকা এবং রাশিয়ার সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় চিনের অংশগ্রহণ করবে, এমনটা আশা করা যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নয়।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি সরাসরি খারিজ করে দিল চিন। বুধবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সরকার জানিয়ে দিয়েছে, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আমেরিকা-রাশিয়ার আলোচনায় বেজিং শরিক হবে না।চিনা বিদেশ দফতরের মুখপাত্র গুয়ো জিয়াকুন বলেন, "আমেরিকা এবং রাশিয়ার সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় চিন অংশগ্রহণ করবে, এমনটা আশা করা যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত নয়।" তাঁর যুক্তি, পরমাণু হামলার সক্ষমতার দিক থেকে আমেরিকা বা রাশিয়ার সঙ্গে চিনের কোনও তুলনা হয় না। গুয়োর কথায়, "আমরা এক স্তরে নেই। তাই এক সঙ্গে আলোচনায় বসাও অর্থহীন।" প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, গত ১৫ অগস্ট আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি বলেন, "ইউক্রেন যুদ্ধের শেষে ওয়াশিংটন ও মস্কোর বিশাল পরমাণু অস্ত্রের মজুত কমানোর বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে চিনকেও শামিল করা হবে।" সেই সঙ্গে ট্রাম্প বলেন, "আমাদের সকলের হাতেই খুব বেশি পরমাণ পরমাণু অস্ত্র রয়েছে।" কিন্তু ট্রাম্পের দাবি সরাসরি খারিজ করে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত একদলীয় চিনের সরকার সরাসরি আন্তর্জাতিক পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। গুয়োর যুক্তি, আমেরিকার সঙ্গে চিনের কৌশলগত নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতি পুরোপুরি আলাদা, তাই দু'দেশের পরমাণু নীতিও সম্পূর্ণ আলাদা।

তুলো আমদানিতে শুল্কছাড়ের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করল কেন্দ্র!

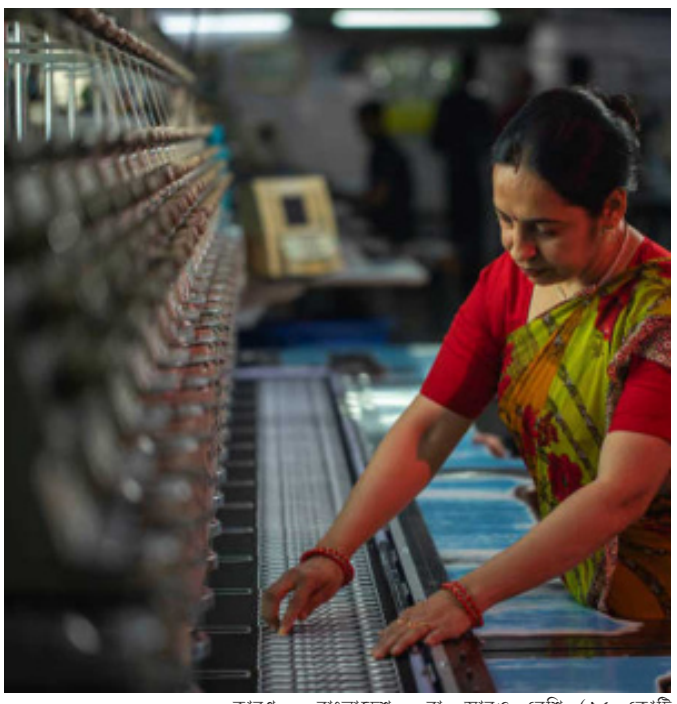

নয়াদিল্লি ঃ দেশীয় বস্ত্র শিল্পের জন্য তুলোর জোগান আরও বৃদ্ধি করতে সাময়িক ভাবে তুলোর উপর শুল্কছাড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, রফতানিকারকদের আরও বেশি সাহায্য করার জন্য তুলোতে আমদানি শুল্কতে ছাড়ের মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তুলো আমদানিতে আরও তিন মাস শুল্কছাড়ের সিদ্ধান্ত নিল ভারত। প্রাথমিক ভাবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তুলো আমদানিতে শুল্ক না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নয়াদিল্লি। এ বার ওই ছাড়ের মেয়াদ আরও তিন মাস বৃদ্ধি করে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিবৃতি প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রক। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, দেশীয় বস্ত্র শিল্পের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনাচক্রে, ভারত যে দেশগুলি থেকে তুলো আমদানি করে, তার মধ্যে অন্যতম আমেরিকা। সে ক্ষেত্রে উদ্ভূত কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সমীকরণে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বুধবার থেকে ভারতের উপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রথমে ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছিলেন তিনি। বুধবার থেকে তা আরও বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক কার্যকর করা হয়েছে। আমেরিকার নতুন শুল্কনীতির প্রভাব দেশীয় বস্ত্রশিল্পেও পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশগুলির ক্ষেত্রে মার্কিন শুল্ক অনেকটাই কম। সে ক্ষেত্রে আমেরিকার আমদানিকারকেরা ওই দেশগুলির তৈরি পণ্যের দিকে ঝুঁকতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকে।

এই আবহে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের জন্য তুলোর জোগান আরও বৃদ্ধি করতে সাময়িক ভাবে তুলোর উপর শুল্কছাড়ের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, রফতানিকারকদের আরও বেশি সাহায্য করার জন্য তুলোতে আমদানি শুল্কতে কারণ, বাংলাদেশ বা ভিয়েতনামের মতো ছাড়ের মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ভারত মূলত অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ব্রাজিল এবং মিশর থেকে তুলো আমদানি করে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদন অনুসারে, গত অর্থবর্ষে ভারতের তুলো আমদানি দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকা থেকেই আমদানি হয়েছে ২৩ কোটি ডলারের তুলো। যদিও অস্ট্রেলিয়া থেকে আরও বেশি (২৫ কোটি ডলারের) তুলো আমদানি করা হয়েছে। তবে তুলো আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে বর্তমান কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপড়েনও অন্যতম কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ট্রাম্প বার বার অভিযোগ তুলেছেন ভারত চড়া হারে আমদানি শুল্ক নেয়। এ আবহে নয়াদিল্লির পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কে কোনও প্রভাব ফেলে কি না, সে দিকে নজর থাকবে।

গণেশ চতুর্থীর সন্ধ্যা থেকে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা মুখ থুবড়ে পড়েছে, ব্যর্থতার নজির গড়েছে প্রশাসন

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। গত কয়েক বছরে রাজ্যের জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে গণেশ চতুর্থী। বিশেষ করে আমরভণা শহরের বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বাড়ি ধরে গণপতি আরাধনা করা হয়। ব্যাপক জাকজমকভাবে গণেশ চতুর্থীর আয়োজন করে থাকে শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থা। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের পুজো। কিন্তু গণেশ চতুর্থী যে দিন দিন দুর্গাপূজাকে টক্কর দেবে সেটা প্রশাসনের অভিজ্ঞতা চরম অভাব। যা প্রত্যক্ষ করাই গেল বুধবার থেকে। শহরের মধ্যে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই জনঢল নামছে। দর্শনার্থীদের ভিড় বিভিন্ন মণ্ডপ প্রাঙ্গনে প্রসাদের আয়োজন করা দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা। রাত

আনন্দ। নাকা বন্দী হয়ে পড়ছে শহরের নূর সড়ক গুলি। বিশেষ করে বিভিন্ন মণ্ডপ প্রাঙ্গনে প্রসাদের আয়োজন করা দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত শহরের ট্রাফিক থাকলেও যানজট নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ট্রাফিক কর্মীরা। রাজধানীর উত্তরগেট থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী, অ্যাকসন গেট, আর এম এস চৌমুহনী, বিদুরকর্তা চৌমুহনী, রামনগর রোড সহ বিভিন্ন সড়ক দিন ঠাসা ভিড়। বিভির রাস্তান আটকে গাড় আস্থলন এবং শববাহী গাড়ি। রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার মত অবস্থা ছিল না পথচারীদের। মাত্র ৫০০ মিটার এগোতে কারোর কারোর সময় লেগেছে পায় ঘন্টাখানেক। যারা রাতের বেলা কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছেন, তাদের হিমশিম খেতে হয়। তবে এই ধরনের ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হওয়াটা কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। উৎসব মানেই আনন্দ। আর অনন্দকে ভাগাভাগি করে নেওয়া রাজ্যের সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে। কিন্তু ট্রাফিক প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে আসুন উঠেছে। কারণ শহরে গত কয়েক বছরে গণেশ পূজার সংখ্যা বাড়িয়ে বেড়েছে। অপরদিকে শহরে চলছে স্মার্ট সিটির কাজকর্ম। জেলা প্রশাসনের আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন দিন। প্রয়োজনে কিছু রাস্তা নো এন্টি দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এবং শববাহী গাড়ি সহ রাতের বেলা কাজ সেরে যারা বাড়ি ঝিরে তাদের জন্যই কিছু রাস্তা নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। নাহলে এই ধরনের সদস্যা গণেশ পূজার বাকি দিনগুলিতেও চলবে।

নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় দুই যুবকের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ঘোষনা

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। ত্রিপুরার ধর্মনগরের বিশেষ আদালত এক গুরুত্বপূর্ণ রায় ঘোষণা করেছে। নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই যুবককে আদালত ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। আদালতের বিচারক অংশুমান দেববর্মা পক্সো আইনের অধীনে এই রায় প্রদান করেন। ঘটনার সূত্রপাত ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে। কাঞ্চনপুরের এক নাবালিকা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতে থাকলে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান তার বাবা-মা। চিকিৎসক পরীক্ষার পর জানিয়ে দেন যে মেয়েটি গর্ভবতী। এ খবর শোনার পর হতবাক হয়ে যায় পরিবার। বিষয়টির বিস্তারিত জানতে মেয়েকে প্রশ্ন করলে সে জানায়, প্রতিবেশী দুই যুবক মসেন্দ্র শব্দকর ও নির্মল শব্দকর একাধিকবার জোর করে তাকে যৌন নির্যাতন করেছে। ঘটনাগুলো ঘটে যখন বাড়িতে তার বাবা-মা উপস্থিত ছিলেন না। এই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানার পরপরই মেয়ের বাবা-মা ২০২৩ সালের ২৭শে এপ্রিল কাঞ্চনপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মামলা হাতে নেন তদন্তকারী অফিসার (আইও) নরেন্দ্র রিয়াং। দীর্ঘ তদন্ত শেষে তিনি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। এরপর শুরু হয় দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া। প্রায় দুই বছর ধরে টানা শুনানি চলে। এই সময়ে মামলার পক্ষে ও বিপক্ষে ২৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। সব প্রমাণ ও সাক্ষ্য বিবেচনা করে আদালত শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত দুই যুবককে দোষী সাব্যস্ত করে। বিচারক অংশুমান দেববর্মা রায়ে বলেন, "এ ধরনের জঘন্য অপরাধ সমাজের জন্য বড় হুমকি। বিশেষত নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব। এই সাজা ভবিষ্যতে অন্যদের জন্য সতর্কবার্তা হয়ে থাকবে।" মামলার আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, এই রায় শুধুমাত্র ভুক্তভোগীর পরিবারের জন্য ন্যায়বিচারের প্রতীক নয়, বরং সমাজে একটি শক্ত বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে যে, শিশু নির্যাতন বা ধর্ষণের মতো অপরাধের শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঘটনার রায় ঘোষণার পর কাঞ্চনপুর ও আশেপাশের এলাকায় স্বস্তির সুর শোনা যায়। এই রায় নাবালিকা ও নারীদের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। একইসঙ্গে পরিবারগুলোকে সচেতন করা প্রয়োজন যে সন্তানদের প্রতি নিয়মিত খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। 'পক্সো আইন' (Protection of Children from Sexual Offences Act) শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ রোধে কঠোর আইন হিসেবে কার্যকর। এই আইনে অপরাধ প্রমাণিত হলে নূনতম কয়েক বছরের কারাদণ্ড থেকে শুরু করে আজীবন কারাদণ্ডও দেওয়া যেতে পারে। ধর্মনগরের বিশেষ আদালতের এই রায় আবারও প্রমাণ করলো যে পক্সো মামলায় বিচার প্রক্রিয়া যতই দীর্ঘ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বছরের দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া শেষে অবশেষে অভিযুক্তদের শাস্তি ঘোষণা হওয়ায় ভুক্তভোগীর পরিবার কিছুটা হলেও ন্যায়বিচার পেল। আদালতের এই রায় সমাজে এক কঠোর বার্তা দিচ্ছেশিশু নির্যাতনের মতো ভয়াবহ অপরাধ কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না।

স্মার্ট মিটার না লাগানোয় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হল একাধিক বাড়ি ঘরে

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। স্মার্ট মিটার বসানো নিয়ে মধুপুরের মুন্ডা পাড়া এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও ভোগান্তি। অভিযোগ উঠেছে, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা জোরপূর্বক গ্রাহকদের স্মার্ট মিটার বসাতে চাপ সৃষ্টি করছেন। অনেক বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ পর্যন্ত কেটে দেওয়া হয়েছে, ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ কোন ধরনের মিটার ব্যবহার করবেন, তা বেছে নেওয়ার অধিকার গ্রাহকদেরই রয়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রীও প্রকাশ্যে বলেছেন, স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি ভিন্ন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় গিয়ে স্মার্ট মিটার বসানোর কথা বললে স্থানীয়রা আপত্তি তোলেন। তখন তাদের উপর চড়াও হন কর্মীরা এবং কয়েকটি বাড়ির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে পানীয় জলের ক্ষেত্রে। এলাকাজুড়ে যেসব পরিবার টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ রিচার্জ করে পানীয় জলের মোটর চালান, সেই সংযোগও কেটে দেওয়া হয়। ফলে গোটা পাড়া পানীয় জলের তীব্র সংকটে পড়েছে। ক্ষুব্ধ জনগণ জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় রান্না থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয়রা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে দাবি করেছেন, জোর করে স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। সাধারণ গ্রাহকেরা নিজের সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে যেভাবে চাপ সৃষ্টি করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, তা অনৈতিক এবং জনস্বার্থবিরোধী বলেই অভিযোগ তুলেছেন তারা। রাজ্যে বিদ্যুৎ নিয়ে গ্রাহকদের এই অসহায় পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই চরম নিন্দার মুখে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো প্রযুক্তি গ্রাহকদের উপকারে এলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করবেন। কিন্তু জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে প্রযুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হলে জনঅসন্তোষ বাড়বেই। মুন্ডা পাড়ার বাসিন্দারা দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান চেয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। মুন্ডা পাড়ায় স্মার্ট মিটার ইস্যুতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা মূলত প্রশাসনিক জোরজবরদস্তি আর গ্রাহকের অধিকার খর্ব করার ফল। বিদ্যুৎ দপ্তর যদি স্বচ্ছতার সঙ্গে গ্রাহকদের বোঝাতে পারত, তবে এমন অচলাবস্থা তৈরি হতো না। পানীয় জল থেকে শুরু করে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় কাজে বিদ্যুৎ অপরিহার্য।এমন অবস্থায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।স্মার্ট মিটার নিয়ে বিতর্কের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গ্রাহকের স্বাধীনতা। প্রযুক্তি চাপিয়ে না দিয়ে সুবিধা ও অসুবিধা খোলাখুলি তুলে ধরা জরুরি। মানুষ যখন বুঝবে এটি তাদের উপকারে আসছে, তখনই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে।অতএব, সরকারের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় আস্থা ফিরিয়ে আনা।

আমবাসায় বিভিন্ন দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন ৪ পরিবার

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। দিকে দিকে কংগ্রেস শিবিরে ঝুঁকছে ভোটার। বহুকাল বাদে এতো পরিমাণে কংগ্রেস শিবিরে যোগদান চোখে পড়ছে। যা শাসক শিবির কে জোর চ্যালেঞ্জ এর মুখেই ফেলছে বলে ধারণা করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল। বৃহস্পতিবার আমবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের কুলাইয়ে আমবাসা ব্লকের উদ্যোগে ১২ দফা দাবির সমর্থনে এক গণ অবস্থান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা , প্রাক্তন বিধায়ক দিবা চন্দ্র রাংখল, জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিধু মারাক, মানিক দেব, মানিক ভট্টাচার্য্য, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।এদিন গণ অবস্থান এর পাশাপাশি উক্ত

এলাকার বেশ কিছু ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে হাত শিবিরে যোগ দিয়েছেন। জানা গেছে মোট ৪ পরিবারের ২১ জন ভোটার মথা এবং বিজেপি দল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এদিন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক দিবা চন্দ্র রাংখল, সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

আবারো উচ্ছেদ করা হল ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। মেয়র সাহেব , আপনি কি আদৌ গরীবের কথা ভাবেন ? আপনি তো গরীবের পেটে লাথি মারছেন। আপনি বলছেন, গরীবের ভাত যুগিয়ে দেওয়ার দায় আপনার নয়। কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, কাদের ভোটের কারণে আজ আপনি মেয়র হয়েছেন ?
না, কথাগুলো আমরা বলছি না। কথাগুলো বলছে আগরতলা শহরের সেই সব খেটে খাওয়া গরীব মানুষ গুলো যাদের পেটে লাথি মারছে আগরতলা পুরো নিগম এবং যাদের রুজি রুটি তে বুল ডোজার চালাচ্ছেন মেয়র সাহেব। শহর তলী তে যানজট সমস্যা নিরসনের নামে দিকে দিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে। এবার সেই শাড়ী তে লিপিবদ্ধও হল অফিস

লেইন স্থিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নাম। আগাম নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তাদের। সময় মতো দোকান সরিয়ে না নেওয়াতে আচমকা বুল ডোজার চালিয়ে আজ শুক্রবার তাদের দোকান পাঠ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হল। পুজোর মরশুমে রুজি রুটি হাড়িয়ে একেবারে পথে বসিয়ে দেওয়া হল এই গরীব মানুষ গুলোকে। মেয়র সাহেব এর কাছে বহু বার আবেদন করা হয় আমাদের পুজো অব্দি থাকতে দিন। আমরা কিভাবে বাচব ? মেয়র সাহেব নাকি জবাব দিয়েছেন, তোমাদের পেটে ভাত দেওয়ার দায় আমার নয়। উনার মতো একজন ব্যাক্তির মুখে এধরণের কথা শুনে রীতিমতো হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন তারা।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ আদালতেও গড়ালো মামলা

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। দীর্ঘ দিন থেকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চলা বিবাদকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কান্ড চুরাইবাড়ি থানা এলাকার পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের খাদিমপাড়া ৩নং ওয়ার্ড এলাকায়।মামলা পাল্টা মামলায় আদালত পর্যন্ত গড়ালো অভিযোগ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সামাজিক রীতি নীতি মেনে বিয়ে হয়েছিল খাদিমপাড়ার বাসিন্দা সাবুল মিয়ার সাথে অসমের শিলচরের কোলাপুর গ্রামের বাসিন্দা হাজিরা বেগম লস্করের।বিয়ের পর কিছু দিন ভালো কাটলেও পরবর্তীতে শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝামেলা।পরে সালিশি সভার মাধ্যমে সমাধানও হয়।কিন্তু এর পর পুনরায় স্ত্রী হাজিরা বেগম লস্কর খাদিমপাড়া স্থিত তার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে স্বামীর দুটি মোবাইল ফোন ও কিছু নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ স্বামী সাবুল মিয়ার।পরবর্তীতে ঐ মোবাইল ফোন থেকে ভিন্নধর্মী সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য ও পোস্ট করা হয়।যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সাবুলকে ক্ষমাও চেতে হয়েছে। সাবুলের দাবি তার স্ত্রী সেই মোবাইল ফোন থেকে অন্যান্যদের প্ররোচনায় এঘটনা করেছিল, কারণ সেই মোবাইল ফোনটি তার স্ত্রীর কাছেই রয়েছে।এ নিয়ে সাবুল তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রথমে চুরাইবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে কোন সুবিচার না পেয়ে জেলা পুলিশ সুপারের দারস্ত হয়।পরে ধর্মনগর জেলা আদালতেও মামলা করে সে।তার অভিযোগ চুরাইবাড়ি থানা কর্তৃপক্ষ চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করতে সাহায্য না করে উল্টো তার স্ত্রীকে সহায়তা করেছে চুরাইবাড়ি থানায় এসে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য।সেই মামলার ভিত্তিতে পরে তাকে গ্রেফতারও হতে হয়। অথচ অভিযুক্ত তার স্ত্রী থানায় আসলেও তাকে আটক বা জিজ্ঞাসাবাদ না করে উল্টো স্বামী সাবুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ।পরবর্তীতে সে জামিনে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে ফিরে এবং পুনরায় থানার শরণাপন্ন হয়।কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আদালত থেকে আসা রিপোর্টের কোন উত্তর দেয়নি চুরাইবাড়ি থানা কর্তৃপক্ষ।ফলে আদালত চত্বরে গড়াগড়ি করতে হচ্ছে সবুলেকে।এদিকে এই ঘটনার পূর্বে তার স্ত্রীর প্রলোচনায় শিলচরের দু একজন সঙ্গী বিষয়টি মিটমাট করে দেবে বলে সাবুলকে শিলচর নিয়ে গিয়েও হেনস্থা করে বলে অভিযোগ।কিন্তু ইতিমধ্যেই তার স্ত্রী হাজিরা বেগম লস্কর নিজের সামাজিক মাধ্যম থেকে সেই সঙ্গী সাথীর বিরুদ্ধেই হেনস্থা করার একটি পোস্ট করে।এদিকে চুরাইবাড়ি থানার বিরুদ্ধে এক হ্যাস ক্ষোভ সাবুলের।ফলে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন সহ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সে ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগের দাবিতে সেন্টারে তালা ঝুলালো এলাকাবাসী

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। দীর্ঘ আট মাস ধরে, কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত নিদয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চাঁনপুর পাড়ার ' বিবেকানন্দ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের' ওয়ার্কার না থাকার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষজন এলাকার জন--প্রতিনিধি ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে পরেছেন। একাধিক বার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির দরজায় এলাকার মানুষ তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানালেও কারোর কোন হেলদোলই নেই। কর্তৃপক্ষের মুখ রক্ষার তাগিদে অদ্যাবধি প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া বাস্তবে বিকল্প কিছুই করেনি। বৃহস্পতিবার সকালেও নিদয়া গ্রামের চাঁনপুর পাড়ার বিবেকানন্দ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন অবিভাবকরা। তালা লাগিয়ে দেওয়ার খবর জানা--জানি হওয়ার পরেই কাঁঠালিয়া আই সি ডি এস (সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প) প্রকল্পের সুপারভাইজার গ্রামের মানুষদের কাছে অনুরোধ জানান , আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে। এতে আর কোন সমস্যা থাকবে না। সুতরাং লাগানো তালাটি খুলে দেওয়া হোক। কিন্তু ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তালা খুলতে সম্মত হন নি। কারণ এরা অনেক ধরনের তাল বাহিনীর স্বীকার হয়েছেন।
পরবর্তী সময়ে ও দীর্ঘদিনের সমস্যাটি বিস্তারিত ভাবে জানাতে গিয়ে গ্রামের লোকজনেরা বলেন , গত আট মাস আগে নিদয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ডের চাঁনপুর পাড়ায় একশ ত্রিশ পরিবারের বসবাস। এর মধ্যে থাকা ষাটজন কচিকাঁচা শিশু সকাল বেলায় এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে

যায় শিক্ষা নেওয়ার জন্য। কিন্তু কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবেন ? আট মাস আগে ওয়ার্কার গৌরী নাগ (দাস) চাকরির বয়স শেষ হওয়ার পর অবসরে চলে যান। এরপর নতুন আর কোন ওয়ার্কার নিয়োগ করা হয়নি। গ্রামের মানুষের দাবী, অবিলম্বে এই ওয়ার্ডের অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে যেন ওয়ার্কার নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি ঘটনার সত্যতা জানার জন্য কাঁঠালিয়ার আই সি ডি এস (সুসংহত শিশু উন্নয়ন) দপ্তরে গিয়ে সরকারের দপ্তর বিষয়ক সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হলে সি ডি পি ও এর অনুপস্থিতি --তে সুপারভাইজার সমরেশ বিশ্বাস জানান, তালা ঝোলানো বিষয়টা কিছুক্ষণ আগে (সংবাদ কর্মী উনার কাছে যাওয়ার) জানতে পারেন। কাঁঠালিয়া অফিস থেকে উর্দতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, গৌরী নাগ (দাস) এর শুন্য সান যাতে যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পূরণ করার বেবসা করা হয়।। এখনো অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অনুমোদন এলে সাথে সাথেই বেবসা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ অধৈর্য্য হয়ে পরেছেন। তাদের অভিযোগ, একাধিক বার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও বাস্তবে কিছুই হয়নি। গত মাস দুই/আড়াই সময় আগেও একবার তালা ঝুলানো হয়েছিল। তখন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্তা বাবুদের কথাবার্তা এবং অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির দরজায় লাগানো তালা খুলে দেওয়া হয়। এরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, খুব তাড়াতাড়িই বিষয়টির সিদ্ধান্ত স্থায়ী ভাবে নেওয়া হবে। কিন্তু কিছুই করা হয়নি আর কতদিন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কপালে প্রশ্ন চিহ্ন ঝুলিয়ে থাকা যায় ? তাই পুনরায় তালা দিয়ে বিবেকানন্দ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উর্ধতন কর্তৃপক্ষদের পুনরায় সজাগ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সময় আর দেওয়া হবে না, এরপরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কি নেওয়া হবে সেটা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

চলতি বছরেই শুরু হতে চলেছে পুর নিগম পরিচালিত সিভিল হাসপাতাল: মেয়র

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। চলতি বছরেই শুরু হতে চলেছে পুর নিগম পরিচালিত সিভিল হাসপাতাল। আজ নির্মাণস্থল পরিদর্শন করে একথা জানিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার হাত ধরে আগরতলার জ্যাকসন গেইট সংলগ্ন সিভিল হসপিটালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর আজ মেয়র দীপক মজুমদার হাসপাতালের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শনকালে কাজ কিভাবে হচ্ছে, কেমন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখেন তিনি। মেয়র জানান, কাজ এগিয়ে চলেছে, চলতি বছরের শেষের দিকে হাসপাতালটি চালু করার চেষ্টা রয়েছে। স্থানীয় লোকজন সহ শহর এলাকায় থাকা ব্যবসায়ীরা এই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাদের জিবি বা আইজিএম যেতে হবে না। এদিন মেয়রের সাথে ছিলেন পুর কমিশনার দিলীপ কুমার চাকমা, নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি সহ নির্মাণকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা।

নদীতে বলীন হয়ে গেল সড়ক, বিচ্ছিন্ন গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা

খবরে প্রতিবাদ, ২৮ আগস্ট।। প্রশাসনিক গাফিলতির জেরে ভয়াবহ সমস্যা কুমারঘাটে। বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দাগাদ দেওহাট থেকে পুরাতন শিবখলি যাওয়ার মূল সড়কটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে মুহূর্তে গোটা এলাকার সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০২৩ সালে দেও নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই সড়কে প্রথম ফাটল দেখা দেয়। তখন থেকেই রাস্তা সংস্কারের দাবি আনিয়ে আসছিলেন বাসিন্দারা। কিন্তু দপ্তরের উদাসীনতার কারণে কোনো স্থারী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। গত বছর কিছুটা সংস্কারের কাজ হলেও তা দিলে। নিম্নমানের। এর জেরেই মাত্র এক বছরের মধ্যেই ফের নদীগর্ভে চলে যায় সড়ক। বর্তমানে ওই রাস্তা ভেঙে যাওয়ার প্রায় ২০০ পরিবারের প্রায় ছয় শতাধিক মানুষ (ভাগান্তির শিকার। বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রী থোক শুরু করে কর্মজীবী মানুষ, সকলে বিকর পথে দূরে যেতে বাধ্য হয়। এতে শুধু যাতায়াত নয়, জরুরি প্রয়োজনে অসুস্থ রোগীদেরও মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের আরো বক্তব্য, বাস্তা সংলগ্ন দেও নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ দায়ের অধীনে থাকলেও সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের। গটনার খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751